সংবাদ

...2-5-MAY 2008

বার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫
unday 25 May 2008

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক শিক্ষায় ড্রপ-আউট

আগামী ২৯ মে থেকে এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ৯টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ৬ লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে ১ লাখ ৪৩ হাজার ছাত্রছাত্রী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে না। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো, এদের মধ্যে ৬১ হাজার ৬৩০ জন হলো ছাত্রী। এসব তথ্য পাওয়া গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। মন্ত্রণালয় কিংবা শিক্ষা বোর্ডগুলোর কাছে আগের বছরগুলোর ড্রপ-আউট রেটের কোন পরিসংখ্যান নেই।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার জন্য নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ৪ লাখ ৬৪ হাজার নিবন্ধিত হয়। বিগত ৩ বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ফেল করেছিল তাদের মধ্যে ১ লাখ ৫৫ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য নিবন্ধিত হয়। এসব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ৪.৬৪ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১.৪৩ লাখ অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবারের পরীক্ষায় অংশ নেবে না। এক শিক্ষা বর্ষে এত বেশি ড্রপ-আউট এবং তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছিই আবার ছাত্রী, সেটা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। অন্যদিকে টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডে ড্রপ-আউটের সংখ্যা ২৮ হাজার ২৬৭ জন এবং মাদ্রাসা বোর্ডের প্রায় ১৬ হাজার।

এই দুঃখজনক ড্রপ-আউটের হার সবদিক থেকে উদ্বেগজনক। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা নিয়েও নারী শিক্ষায় উৎসাহীদের মধ্যে উদ্বেগের অন্ত নেই। কেননা, এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ে ছাত্রীদের ধরে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়। অতএব, এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত না পৌঁছার জন্য ব্যর্থতার দায়ভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নিতে হবে। এমনও হতে পারে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে অযোগ্য বা অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে এক ধরনের কোটা পূরণ করে। তবে বিষয়টি তথ্যানুসন্ধান সাপেক্ষ। এটা অনস্বীকার্য যে, এ ধরনের ব্যাপক ড্রপ-আউটের প্রধান কারণ ব্যাপক দারিদ্র্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশচুম্বী মূল্য নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের মনোবল কমিয়ে দিয়েছে। তেমনি মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখার জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন উদ্যোগই ছিল না। ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার বদলে পরিবারকে সহায়তা করার কাজে লেগে পড়ে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, অনেক পরীক্ষার্থী মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি নিয়ে চলে গেছে, অনেক ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গেছে। তবে এসবের কারণে এত ড্রপ-আউট হতে পারে না। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উচিত হবে ড্রপ-আউটের এই হার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কমানোর উদ্যোগ নেয়া।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসএসসি পরীক্ষায় ড্রপ-আউটের সংখ্যা ৬ লাখ ৬ হাজার। এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মার্চ ও এপ্রিল মাসে। এ পরীক্ষার ড্রপ-আউটের হারও উদ্বেগজনক। এদের মধ্যে কতজন ছাত্রী তার হিসাব পাওয়া যায়নি। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ড্রপ-আউট বা ঝরে পড়ার হার সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে ভাল কাজ করেছে। কিন্তু আসল কাজটা হলো ড্রপ-আউটের এই মাত্রা কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেয়া। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হারের জন্য বহুদিন থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য কিছু কিছু উদ্যোগ নেয়া হলেও এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা বাড়ানোর কিছু উদ্যোগ থাকলেও ড্রপ-আউট বন্ধ করার কোন বিশেষ কর্মসূচি নেই। শিক্ষা খাতে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকে। অতএব, টাকা-পয়সা এ কাজে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।